188934 - রোযাদারের জন্য নাকে মেডিসিন-জেল ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নাকের এলার্জিতে ভুগছি। নাকের স্প্রের ডোজ নেয়া সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলো আমি পড়েছি। আপনারা ফতোয়া দিয়েছেন যে, এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল: অন্য আরেক ধরনের ঔষধ সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে মেডিকেল জেল; যা নাক দিয়ে গ্রহণ করা হয়। এটা ব্যবহারে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাক হচ্ছে পাকস্থলির একটি প্রবেশ পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দিন; যদি না আপনি রোযাদার হন।"[সুনানে আবু দাউদ (১৪২) ও সুনানে তিরমিযি (৭৮৮); আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে' হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন]

নাক দিয়ে যে জেলটি গ্রহণ করা হয় এর কোন কিছু যদি গলার ভেতরে বা পাকস্থলিতে চলে না যায়; বরং সেটি নাকের ভেতরে নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে রোযা সহিহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"জেল ব্যবহার করে কিংবা পানি বা কাপড় দিয়ে ভিজিয়ে কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দিয়ে ঠোঁটদ্বয় ও নাক সতেজ রাখতে কোন অসুবিধা নাই। তবে যে জিনিসটির অমসৃনতা দূর করা হলো সেটা থেকে কোন কিছু পেটের ভেতরে চলে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু ভেতরে চলে যায়; তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যেমনিভাবে কুলি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু পানি পেটে চলে গেলে এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে না।"[ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/২২৪)]

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনার জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য আরোগ্য ও রোগমুক্তি লিখে দেন।

আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াশ শাইখ সালেহ আল-ফাওযান (৩/১২১)

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।